R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল। ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

লোকদর্শপ্রিয় মানুষ বাড়লেও কর্মী সে তুলনায় বাড়েনি —বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের উদ্বোধন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। অনুষ্ঠানে বিচারপতির পত্নী শুভ্রা সেন, জেলা জজ প্রণবকুমার গাঙ্গুলী, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের এক্সিকুটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শিবপ্রসাদ রায়, বার কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, হাইকোর্টের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার সত্যব্রত আইচ, মহকুমা শাসক মনীশ রায় ও জেলার বিভিন্ন বার কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গত বছর ১৯ এপ্রিল কান্দী মহকুমায় এরূপ আদালত উদ্বোধনের পর জঙ্গীপুরে এটা জেলায় দ্বিতীয়। এখানে অতিরিক্ত জেলা জজ হিসাবে এইচ, সি, চৌধুরী তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নেন। উদ্বোধনের দিন কয়েকটি মামলা বহরমপুর কোর্ট থেকে জঙ্গীপুর কোর্টে স্থানান্তরকরণও হয়। এই আদালতে বর্তমানে ধর্ষণ, খুনখারাবি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি মামলার শুনানি হবে, যা আগে বহরমপুরে হ'তো। কোর্টের এ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পি পি) নিযুক্ত হয়েছেন আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী ও পঞ্চানন চৌধুরী। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আইনজীবী মুক্তা ঘোষালের সম্পাদনায় একটি স্মারকপত্রিকা প্রকাশিত হয় ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইনজীবী মলয় গুপ্তের পরিচালনায় 'পাহাড়ী বিছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। বর্তমানে কর্মরত ম্যাকেঞ্জী পার্ক পোষ্ট অফিস উঠে কোর্টে যাবে এবং সেখানে কোর্ট পোষ্ট অফিস নামে কাজ শুরু করবে বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বার কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ বাজপেয়ী বর্তমান বিচার ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে এই পেশায় অবক্ষয় শুরু হয়েছে। আগে এই পেশায় সম্মান ছিল। ভাল আইনজীবী বর্তমানে তৈরী হচ্ছে না। বিচার ব্যবস্থার ঢিলেমীতে মানুষ আদালতে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাধ্যমিকের ফরম পূরণ করতে এসে সংঘর্ষে দুই ছাত্রী আহত

ফরাক্কা : ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে এসে গত ২৭ ডিসেম্বর উত্তীর্ণ অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ২৬ ডিসেম্বর ছিল ছাত্রদের ফরম্ পূরণের দিন। ঐ দিন গোলমাল হলেও ছাত্রদের ফরম্ পূরণ নির্বিঘ্নে হয়ে যায়। কিন্তু ২৭ ডিসেম্বর ছাত্রীদের ফরম্ পূরণের দিন অনুত্তীর্ণ ছাত্রীরা উত্তীর্ণ ছাত্রীদের ফরম পূরণে বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে ছাত্রীরা অল্পবিস্তর আহত হয়। এনটিপিসির জনৈক কর্মী হরিদাস দত্তের কন্যা অনুপমা দত্ত ও আর একজন ছাত্রী আহত হয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ছাত্র ইউনিয়নগুলির দাবী ছিল সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই টেষ্টে এ্যালাও করতে হবে। কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী না হওয়ায় এই গোলমালের সূত্রপাত হয়।

মহকুমায় নতুন ভোটার বাড়ল ১৯১০০ জন

রঘুনাথগঞ্জ : এ বছর নতুন ভোটার মহকুমায় মোট বাড়ল ১৯১০০ জন। মহকুমা শাসক মনীশ রায় জানান, ১৯৯৬ সালে মহকুমায় মোট ভোটার ছিল সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার নশো বাহাত্তর জন। এ বছর নতুন ভোটার সংযোজনের পর মহকুমায় মোট ভোটার দাঁড়াল সাত লক্ষ একান্ন হাজার বাহাত্তর জন। ভোটার সবচেয়ে বেশী বেড়েছে সাগরদিঘী ব্লকে—প্রায় ৫ হাজার, কম সবচেয়ে জঙ্গীপুরে —২৬০০ মতো। জঙ্গীপুরে লোকসভার ভোট ২২ ফেব্রুয়ারী, গণনা ২ মার্চ। স্বভাবতই মহকুমা শাসক অফিসসহ সমস্ত ব্লক অফিস নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত।

গি গি ছাড়াই কোর্ট বসল একদিন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৭ জানুয়ারী জঙ্গীপুরে এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রীক জজ ও সেসন কোর্টের উদ্বোধনে এ্যাডিসনাল জজ উপস্থিত থাকলেও কোন এ্যাডিসনাল পাবলিক প্রসিকিউটর সেদিন হাজির ছিলেন না। পরে বিচারপতির নির্দেশে ও জেলা জজ এবং মহকুমা শাসকের সুপারিশক্রমে জেলা শাসক সৌরভ দাস গত ১৯ জানুয়ারী দুই আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী (১নং) ও (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অরঙ্গাবাদের বিধায়ক আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ জানুয়ারী অরঙ্গাবাদের বর্তমান বিধায়ক হুমায়ুন রেজা জঙ্গিপুর এস ডি জে এম আদালতে আত্মসমর্পণ করেন ও জামিনে মুক্তি পান। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বেশ কয়েক বছর পূর্বে অরঙ্গাবাদ দাস বিড়ি কোম্পানীতে শ্রমিক আন্দোলনের সময় (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ উপেক্ষিত নজরুল ॥

ইংরাজ শাসনকালে ভারতের যুবসমাজ একসময় অন্ধ পরাণুকরণে আপনাদের অস্তিত্ব তথা বৈশিষ্ট্যকে যখন প্রায় অবলুপ্ত করিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে ভারতের অমরবাণী শুনাইয়াছিলেন। সেই বাণী ছিল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত/প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। বস্তুতঃ ইহা ছিল জাগরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান, আত্মোপলব্ধির এক মহতী নির্দেশিকা। স্বামীজি চাহিয়াছিলেন, দেশে মানুষের মত মানুষ গড়িয়া উঠুক, যাহাদের নিরলস কর্মকাণ্ডে ভারত জগৎসভায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বামীজির প্রেরণায় অনেকেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দেশের যুব-জাগরণের ডাক দিয়াছিলেন। এক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—'তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামনুজ, শঙ্কর,/ প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' * * 'ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো;/ তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।' * * 'তুমি নহ ক্ষুদ্র, নহ দুর্বল, তুমি মহৎ ও মহীয়ান্, জাগো দুর্বার বিপুল বিরাট অমৃতের সন্তান।'

যুবসমাজকে উদ্বোধিত করিতে কবি তাঁহার একাধিক রচনায় জাগরণের বাণী, বিপ্লবের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাঁহার রচনায়, বক্তৃতায় দেশের যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে তাঁহার অবদান অনন্য।

কবি নজরুল অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, অসাম্য প্রভৃতি যাহা সমাজকে অবনতির পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা বহুভাবে শুনাইয়াছেন। তাঁহাকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি।

নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্চিতা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। খবরে প্রকাশ যে, 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থকে স্নাতকশ্রেণীর পাঠ্য হইতে বাদ দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত লইতেছে। এইজন্য বিভিন্ন ছাত্রমহল ও শিক্ষাব্রতীদের পক্ষ হইতে নাকি আপত্তি উঠিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন্ যুক্তিতে কবি নজরুলের এই কাব্যগ্রন্থ আর পাঠ্য হিসাবে রাখিতে চাহিছেন না, তাহা বুঝা যায় নাই। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া কাব্যসাহিত্যে ও সঙ্গীতে কবি নজরুল ইসলামের যে বিরাট অবদান রহিয়াছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যুবসমাজের এই অতি প্রিয় কবি যদি উপেক্ষিত হন, তবে তাহা হইবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করিবেন, সর্বস্তরের মানুষ এই আশা পোষণ করিতেছেন। কবির প্রতি মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই সমীচীন।

দলরক্ষা, নাকি আত্মরক্ষা !

অনুপ ঘোষাল

খবরের কাগজ খুললেই ইদানীং এক মহিলার মুখ। অনেক সময় পেপারটা খুলতেও হয় না, প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখি তিনি হাত তুলে জাতিকে অভয় দিচ্ছেন, আমি এসে গেছি। তিনি, অর্থাৎ সোনিয়া গান্ধী। হতোদ্যম কংগ্রেস নেতাদের কাকুতিমিনতিতে তিনি জনপথের আবাস ছেড়ে জনগণের দরবারে হাজির। চাটুকাররা কৃতার্থ, কংগ্রেসী ভোটপ্রার্থীরা ধন্য—আগামী নির্বাচনের বৈতরণী এই মহীয়সী যাদুমন্ত্রবলে হাত ধরে পার করে দেবেন, মাভৈঃ। পত্রিকাওয়ালারাও রঙিন 'ব্লো-আপ' ছেপে 'ভারতভাগ্য-বিধাত্রী'-কে তোয়াজ করতে উৎসুক। কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। আত্মমর্যাদার রোদ্দুর শীতের সকালের কুয়াশায় ঢাকা।

কংগ্রেস ঐতিহ্যবাহী দল। শতাধিক বছরের ইতিহাস তার। ডব্লু সি বোনার্জী, সুরেন ব্যানার্জী থেকে দেশবন্ধু-মতিলালের হাত ধরে মহাত্মা গান্ধী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কাঁধে চেপে কংগ্রেস পার্টি নেহেরু-প্যাটেল হয়ে ইন্দিরায় পৌঁছেছিল এক গৌরবময় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। প্রাক্-স্বাধীনতা-কালে কংগ্রেস শুধুমাত্র দল ছিল না, ছিল সকল রাজনৈতিক মতাদর্শী দেশপ্রেমিক মানুষের এক সাধারণ মঞ্চ। স্বাধীনতা এল। দূরদর্শী গান্ধী বললেন, কংগ্রেসের কাজ শেষ এবার দলটা ভেঙে দাও। নেতারা গররাজি। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে স্বাধীনতার ফুল ফুটেছে। সেই সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মধু নিঃশেষে পান করে তাকে ছিবড়ে করে ফেলে দেবার সুযোগ ক্ষমতালিপ্সু নেতারা ছাড়েননি।

আজও সেই লড়াই, স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কংগ্রেস অধুনা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণবিদীর্ণ। নেতা নেই। নেতৃত্বের হাহাকার থেকে রক্ষা পেতে কংগ্রেসীরা নতমস্তকে মেনে নিয়েছে বংশ-পরম্পরায় একটি পরিবারের নেতৃত্ব। পিতার পর পুত্র। পুত্রের পর পৌত্রী। সেই পৌত্রীর পর তার সন্তান। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর এক ভ্যাকুয়াম, কারণ তাঁর দুটি সন্তানই তখন নাবালক। অতএব সোনিয়াকে নিয়ে তখন থেকেই টানাটানি শুরু হল। একশ কোটি মানুষের দেশে যেন কোন নেতা নেই। সোনিয়া নেহেরু পরিবারের সন্তান নন, তাতে কি! ঐ বাড়িতে বধূ হয়ে আসবার মহান সৌভাগ্য যখন লাভ করেছেন, তাঁর পায়েই মাথা ঠুকতে আপত্তি কোথায়? নেহেরু বাড়ির গন্ধ তো তাঁর গায়ে লেগেছে!

এক সর্বভারতীয় দলে এমন রাজনৈতিক দেউলেপনা! সোনিয়া যেই প্রচারে নামলেন, কংগ্রেসিরা কৃতার্থ। সভাপতি পদ ছাড়তে প্রস্তুত। যখন তিনি অন্তরালবর্তিনী ছিলেন, তখনও হাস্যকরভাবে সকল উপগোষ্ঠীর নেতাই সময় সুযোগ বুঝে তাঁর সামনে গিয়ে কচলে দুহাতের তালুর চামড়া তুলে ফেলতেন। কেন?

কী আছে ভদ্রমহিলার? দেশের জন্য কোন মহান অবদান? তিনি বিবাহসূত্রে ভারতে এসেছেন তিন দশকের ওপর। এই দীর্ঘ সময়ে দেশ নানা সংকটের মধ্য দিয়ে গেছে, কখনও ঐ মহিলার ত্যাগ কিংবা নেতৃত্ব দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছে? দেশের জন্য কী করেছেন তিনি? (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভোটের ছড়া (২)

দুর্মুখ

কংগ্রেসের মূল খসিয়ে
গজালো তৃণমূল।
ঘাস ও ফুল প্রতীক পেল
সোমেন প্রণব বনলো Fool।
পদ্মফুল বলে ঘাসের ফুলে
এসো ভাই এসো ভাব করি।
আমি জলে থাকি তুমি স্থলে থাক
জাতি এক এসো গলা ধরি।
ঘাস ফুল বলে আমি স্থলবাসী
ভয় করি দেখে জলে।
পদ্মফুল বলে ভয় নাই কিছু
আমি তুলে নেবো কোলে।
ভারতবর্ষ আমার হলে
পশ্চিমবঙ্গ তোমায় দেবো,
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর কর
এসো দুজনে বন্ধু হবো॥
নতুন যুগের সিদ্ধার্থ কহে
বঁধু শুনো না ও কথা আর।
স্থলে জলে কভু হয় না মিলন
কাদা মাখা হবে সার॥

রঘুনাথগঞ্জে জ্যোতি বসু ও মমতা আসছেন

রঘুনাথগঞ্জ : আগামী ১৫ অথবা ১৬ ফেব্রুয়ারী এখানে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এছাড়া আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে আসছেন মমতা ব্যানার্জী। স্থানীয় তৃণমূল সূত্রে খবর, ঐ দিন মমতার ম্যাকেঞ্জী ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করার কথা। তৃণমূল মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে সাগির হোসেন ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সেখ ফুরকান আলীকে প্রার্থী করেছে। জঙ্গিপুরে সিপিএমের প্রার্থী ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাত খান।

দলরক্ষা, নাকি আত্মরক্ষা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাঁর স্তাবকবৃন্দ অন্তত একটা নমুনা তুলে ধরুন! প্রাকৃতিক নিয়মবশত দুটি সন্তান ছাড়া ভারতবর্ষকে কী দিতে পেরেছেন? নিছক একজন প্রাক্তন ইনসিওরেন্স এজেন্টকে নিয়ে নপুংসক নেতাদের বাড়াবাড়ি দেখলে দুঃখ হয়। হায় সেই কংগ্রেস! স্বদেশী ঠাকুর ছেড়ে এখন বিদেশী····!

তিনি নাকি বিদেশী নন। ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু বিবাহের পর বহু বছর পর্যন্ত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ইতালিয় নাগরিকত্ব বজায় রেখেছিলেন। কেন? ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসায়, নাকি আতংকে! তেমন দুঃসময়ে যদি স্বভূমিতে ফিরে যেতে হয়? অনেকে অ্যানি বেসান্ত, সিষ্টার নিবেদিতা, নেলী সেনগুপ্তা কিংবা মাদার টেরিজার উদাহরণ টেনে এনে বলেন, ওঁরাও তো বিদেশীনি। মনে রাখা দরকার, ওঁদের মূলধন ছিল মানবসেবা। আর শোনা যায়, সোনিয়াজি নাকি তাঁর পৈতৃক পরিবারের মূলধন বাড়াবার জন্য বফর্স কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রয়াত স্বামী কেচ্ছাটির ঊর্ধ্বে চলে গেলেও, তাঁর ইতালিয় পরিবার কিন্তু এখনও মামলায় জড়িয়ে।

তাই স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে সোনিয়ার হঠাৎ করে এই রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়াটা দেশরক্ষা বা দলরক্ষা, নাকি আসলে আত্মরক্ষার তাগিদ।

অরঙ্গাবাদের বিধায়ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেস নং জি আর ৬১২/৮২ চালু হয়। এই কেসের ধারাগুলি হলো ১৪৭/১৪৮/৪২৭/৩৭৯/৪৩৫ আই পি সি।

পুরসভায় ২য় দফায় ৭৪০০ শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়া হলো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৮ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পুর এলাকায় ২য় দফায় ৭৪০০ শিশুকে ১৫টি কেন্দ্রে পালস পোলিও টিকা খাওয়ানো হলো। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর, শ্রীমা শিল্পনিকেতন ও পুরসভার মিলিত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পি পি ছাড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চানন চৌধুরী (২নং) কে তড়িঘড়ি নিয়োগ-পত্র পাঠান। মহকুমা শাসক মনীশ রায় নিয়োগপত্র দুই এ্যাডিসনাল পি পি-র হাতে তুলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদের কাজে যোগ দেবার নির্দেশ দেন। কোর্ট উদ্বোধনের দিনই পি পি দের নিয়োগপত্র জেলা শাসক না পাঠানোয় হাই কোর্টের বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মোকর্দমাপ্রিয় মানুষ বাড়লেও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য এক্সিকুটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শিবপ্রসাদ রায় বার ও বেঞ্চের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান সমবেত আইনজীবীদের। জেলা জজ প্রণবকুমার গাঙ্গুলী জঙ্গিপুরে এরূপ আদালত উদ্বোধনের সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন। হাইকোর্টের এ্যাসিষ্টান্ট রেজিষ্ট্রার সত্যব্রত আইচ মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের সঙ্গে অতীতে তাঁর যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে আদালতের সফলতা কামনা করেন বহরমপুর বারের পক্ষে গোপেশপ্রকাশ সিংহ, মালদা বারের পক্ষে সম্পাদক অসিত বোস, কান্দী বারের পক্ষে সুনীল চক্রবর্তী, ল'ক্লার্কস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বীরেন সাহা, জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ সিংহ —সকলেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জেলার প্রায় সব কোর্টের হাকিম ও কর্মীর স্বল্পতাহেতু আদালতে বিচারের কাজ বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে বলে সকলেই বিচারপতি শ্যামল সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহকুমা শাসক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শ্রদ্ধেয় দাদাঠাকুরের শহরে অতিরিক্ত জেলা জজ ও দায়রা আদালতের উদ্বোধনকে 'আরোও একটি পালক শহরের মুকুটে যুক্ত হলো'—বলে বর্ণনা করেন। শেষ বক্তা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন বলেন, বর্তমানে আদালতে সর্বস্তরের মানুষ আসছে। পূর্বে কেবল জমিদার শ্রেণী বা উচ্চবিত্ত মানুষরাই আদালতে আসতো। বর্তমানে আইনও হয়েছে বহু। মোকর্দমাপ্রিয় মানুষও বেড়েছে। সে তুলনায় বাড়েনি বিচারক বা কর্মীর সংখ্যা। ফলস্বরূপ বহু মামলা দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়ে থাকছে। হাইকোর্টে পঞ্চাশজন বিচারপতির পদ থাকলেও বর্তমানে বিচার-পতির সংখ্যা ৩৯। তাই কর্মী ও বিচারকদের স্বল্পতাহেতু সব আদালত বা সার্কিট বেঞ্চ সব জায়গায় দাবী মতো চালু করা যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে হাইকোর্টের একটি সার্কিট বেঞ্চ চালু করার দাবী এলেও, একই কারণে তা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে শ্যামলবাবু জানান। তবে দাবী অনুযায়ী প্রত্যেক কোর্টেই একটি করে জেরক্স মেসিন এসে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। সভার সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী গৌরীশঙ্কর দাসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জানুয়ারী ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে সফদার হাসমী ও সুধী প্রধান স্মরণে এক অনুষ্ঠানে গণনাট্য ও লোকশিল্পীরা আবৃত্তি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মর্য্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। কবিগান, চাঁই-সমাজের গান ও সত্যপীরের গানও এখানে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক কেতকীকুমার পাল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিকাশ ব্যানার্জী, বিমল দে, কাশীনাথ ভকত, কেতকীকুমার পাল প্রমুখ। ভারতবর্ষের বর্তমান অস্থির অবস্থায় শিল্পীদের কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে আলোচনা করেন শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায়।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ রামমোহনপল্লীতে বাসপোযোগী ২ কাঠা জায়গা বিক্রি আছে।

যোগাযোগ—
সাহা বাসনালয়
(প্রযত্নে— বিনয় সাহা)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

নববর্ষের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার
অজিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

নবতরুণ সংঘের পুষ্প প্রদর্শনী

জঙ্গিপুর ঃ গত ৩ থেকে ৫ জানুয়ারী জোতকমলের নবতরুণ সংঘ আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী ও গ্রামীণ উৎসবে এলাকার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মনীশ রায় উৎসবের সূচনা করেন। উৎসবের মূল আকর্ষণ পুষ্প ও সবজি প্রদর্শনীতে লালগোলা, সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ ও স্থানীয় প্রায় ৫০ জন বৃক্ষপ্রেমী সাড়ে আটশোর মতো টবসহ অংশ নেন। প্রদর্শনীতে টবে বৃহদাকার বেগুন, পেয়ারা, কমলালেবু, প্রাচীন ক্যাকটাস এবং হরেক ধরনের মরশুমী ফুল সকলের নজর কাড়ে। সংস্থার পক্ষে দেবাশীষ দাস ও অতীন্দ্র সরকার জানান, পুষ্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি তাঁরা আলপনা, বসে আঁকো এবং রোড রেসেরও আয়োজন করেছেন। প্রতিদিন নেতাজী মঞ্চে কবিগান, নাটক, বাউল প্রভৃতি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ৫ জানুয়ারী সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, শিল্পপতি পার্থসারথী নাথ প্রমুখ।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাসমিতির বার্ষিক সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৮ জানুয়ারী গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাসমিতি রঘুনাথগঞ্জ শাখার ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় ফুলতলায়। সভায় অপরাধ দমনে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা ও হাসপাতালে ডাক্তারদের রোগীদের প্রতি দায়িত্বহীনতার অভিযোগ এনে তীব্র নিন্দা করা হয় এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়। আগামী বছরের জন্য হরিলাল দাসকে সভাপতি ও মুস্তাক আলিকে সম্পাদক করে আটজনের এক কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

সবার সেরা বাটার জুতো

ছেলে বুড়ো তরুণ-তরুণী সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই **বাটার** জুতো। জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই **'বাটা'**। **বাটার** সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই **বাটার** জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

Bata

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আগনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ✯ ফুলতলা ✯ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

(প্রাঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।